ঈর্ষা

সরকার কবিরউদ্দিন

দিপুর বয়স একুশ-বাইশকে ঘিরে, আমার একত্রিশ। এবং আমি দিপুর বিমাতা। এই মাতার পূর্বে 'বি' থাকার জন্য দিপুর সঙ্গে কোন সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি আমার। ও আমাকে গ্রহণ করতে পারেনি। ভীষণ অহংকারী একটা মেয়ে। ভেতরে ভেতরে নিঃসঙ্গ আর নিস্তব্ধ অহংকার বয়ে বয়ে যায়। আমিও পারিনি। আমার না পারাটা অন্য কারণে। প্রথমত, দিপু যে জন্য পারে না বা পারতে চায় না, তার বিরোধিতা করে। দ্বিতীয়ত, ও ভাবে শাকিল, ওর বাবা, শুধুমাত্র ওর; আমি অনাহূত, উদ্বাস্তু। এ কারণেই আমার মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা কাজ করে, সমানে সমানে গিয়ে। দু'বছরও হয়নি, শাকিলের সংসারে এসেছি। এসেই দেখেছি এই সংসারের সমস্ত সিদ্ধান্ত, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, নিয়ম-আইন নির্ভর করে দিপুকে ঘিরে। বিয়ের অব্যবহিত পূর্বে আমি ভাবতাম একটা অগোছালো সংসারকে আমি গোছাতে যাচ্ছি। আর এসে দেখলাম, গোছাতে এসেছি ঠিকই, তবে সংসার নয়, শুধুমাত্র শাকিলকে। কষ্টটা এড়িয়ে যেতো, এড়িয়ে যেতে পারতাম, ভাঙ্গনটা সয়ে যেতো, যদি নিজের জন্য শাকিল আমায় আনতো। কয়েকদিন কেটে যেতে টের পেলাম, শাকিল আমায় আনেনি, এনেছে দিপু, শাকিলের জন্য।

শাকিল নাস্তা সেরে, তারপর অফিসে যাবার জন্য তৈরি হতে যায়, এটা ওর অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। বড় বউ, দিপুর মা ছিলেন বড় সৌখিন, পরিপাটি ধরনের। নাস্তার টেবিলে কাপড়ের ভাঁজ ভাঙবে, বড় বউ অপছন্দ করতেন। সকালের নাস্তার কাপড় বদলানোর অভ্যাসটা করিয়ে দিয়েছিলো শাকিলের।

দিপু ওর বাবাকে নিয়ে রংপুরে ওর ছোট খালাম্মার বাড়ী গেছে। শাকিল আর দিপুর রংপুর যাবার দু'দিন আগে, শাকিল অফিসে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে, সকালে। আমি বললাম, 'দিনটা মেঘলা, টাইটা বদলে যাও। চকলেট রঙয়েরটা পরে যাও।'

'দিপু যে বললো নীলটা পরতে।' – শাকিলের স্বীকারোক্তি।

আমি থমকে যাই। বলি, 'তুমি পরবে না ?' আমার কণ্ঠটা কেঁপে কেঁপে ওঠে।

'কিন্তু দিপু বললো তো। ও তো ছেলেমানুষ।'

দিপু দরজার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওই আমাকে উদ্ধার করে। 'বাবু, আজ টাই না পরলেই তো হয়। এমনিই অফিসে যাও।'

আমাকে অপমান থেকে বাঁচিয়ে দেয়। অথচ আমি, গভীর অন্য এক অপমানের মধ্যে পড়ে যাই। আর অপমানটা বাস্তবে এসে যায় তখনই, যখন দিপু জিতে যায়। শাকিল সত্যি সত্যি টাই ছাড়া অফিসে যায়। এবং, এই সংকটটা তখন শুধুই মেধায় থাকে না, জেগে ওঠে শরীরে। সজ্ঞানে দিপুর দিকে তাকাই। ও উঁচুতে নিয়ে খোঁপা বাঁধে। ও কী জেনে ফেলেছে পুরুষের হাত ওই কোমল আর মসৃণ ঘাড়ের স্পর্শ পাবার জন্য বেকুবের মতো আছাড় খেতে পারে। দিপুর বুকের কারুকাজ ধনুকের ছিলার মত টান টান। সাদা মোরগের লাল-ঝুটির অহংময়তা আছে ওই বুকের উঁচুতে। কী এক অদ্ভুত অহংকার, যা সে হয়তো অবচেতনে জানে। চেতনে যতটুকু জানে, তা অন্যে। অবাক করা এক শারীরিক ভার বয়ে বেড়ায়, জানা আর অজানার মিশ্র তৃপ্তিতে।

দিপুর কণ্ঠ আমাকে আমার কাছে ফিরিয়ে দেয়, ‘একটা কথা বলবো মা?’
আমি দিপুর দিকে তাকাই। ঘন চোখে।
‘তুমি একটু পরিপাটি হয়ে থাকো না কেনো? দেখলে না বাবু কেমন ফেইড, অফিসে গেলো না?’
তখনো দিপু দরজার গায়ে হেলান দিয়ে।
‘তোমার বুকে ভালোবাসা থাকলেই হবে।’ পলকেই ভাবি, কি ভেবে বললাম? কোন বুকের কথা বললাম? এতো পুরোটা শারীরিক, শরীরের বুক।
‘তুমি রিপালসিভ হচ্ছো কেন? মা, আমি জানি তুমি বুঝবে। তুমি কিছু মনে কোরো না, একটা কথা বলি; আমি আসলে মায়ের স্নেহটাই বাবুকে দিতে চাই, যা শুধু আমিই পারবো, তুমি পারবে না। কারণ তুমি স্ত্রী, একজন নারী।’
আমি জানি দিপুর কোন বন্ধু নেই, ছেলে বন্ধু। প্রেমিক নেই। পুরুষের জন্য নিজের চারপাশে একটা আড়াল তুলে রাখে। আর আড়ালের ভেতরের চারপাশে জ্বলজ্বলে শাকিল। শাকিলের বয়স বোঝা যায় না। দিপুর এই বয়সে একজন মানানো যুবককে যেভাবে মানাতো, শাকিলকে ঠিক সেভাবে মানায়।
‘মা, তুমি কি কিছু মনে করলে?’
আমি ভাবতে বসে যাই, দাঁড়িয়ে, দিপু কি বড় বউ? বড় বউ’র রেখে যাওয়া ছায়া? তাহলে আমি! আর একবার পুনরুত্থানের চেষ্টা করি, ‘না দিপু, আমি কিছু মনে করিনি।’
‘থ্যাংক য়্যু মা।’
‘একটা কথা বলবো দিপু?’
‘বল মা।’
‘এই যে পরে আছো, বাড়ীতে এসব জর্জেট শাড়ী না পরে, সুতি শাড়ী পরবে।’
দিপু কথা বলে না, ম্লান হাসে।
আমার মনে হয়, এই কি পুনরুত্থান, ডুবে যাওয়া নয়?

দিপু কাঁদছে। সন্ধ্যা থেকেই কাঁদছে। ক্লাস থেকে ফিরেছে, তাও অনেকক্ষণ হলো, বিকেল পাঁচটায়। দিপু ফিরেছে দেখে আমি টেবিলে খাবার দেই, দিয়ে বসে থাকি। অনেকক্ষণ পেরিয়ে যায়, দিপু আসে না। ওর ঘরে গিয়ে দেখি ও কাঁদছে। ডান হাতটা টেবিলের ওপর ভাঁজ করে ফেলে, হাতের ভেতর মুখ গুঁজে। বুকের আঁচল ঝুলে আছে একটু। ঘাড় আর কোমরের আঁচলাংশটা নেই। সেটা টেনে রয়ে রয়ে নাক মুছছে। জিজ্ঞেস করছি, কিছু বলছে না। কাঁদছে। আমি জানি শাকিল না আসা পর্যন্ত এই প্রক্রিয়াটা চলবে। আমাকে কিছুই বলবে না। বলবে ওর বাবুকে। বাবুর কাছে এতো কি? মেয়ের নষ্টামি দেখে গা ঘিনঘিন করে। আর তখনই শাকিল আসে। ওই ঘর থেকেই ওর শব্দ শুনি, ‘দিপা, বাবু ফিরেছো?’ বলতে বলতে এ ঘরে এসে থেমে যায়, থমকে থাকে। চোখে মুখে বিচলতা, ‘কি রে বাবু, কে কি করলো?’
দিপু মুখ তুললো। আঁচল দিয়ে চোখ মুছলো। বুক থেকে আঁচল সরে গেছে। অদ্ভুত অহংকারের ভার একটু নুয়ে আছে।
‘দিপা বাবু, আমায় বল। আমায় বল মা।’
দিপুর হাতের মুঠোয় মোড়ানো একটা লালচে কাগজ। অযত্নে মোচড়ানো। ও কাগজটা শাকিলের হাতে দেয়। পড়তে পড়তে শাকিলের চোখে মুখে থমথমে কাঠিন্য জেগে ওঠে। শাকিল কাগজটা আমার হাতে দেয়। অসভ্য ভাষায় লেখা, শুধুই শরীর সম্পর্কিত। চিঠিটার নিচে সমসেরের নাম লেখা। আজকে সারাদিন এখানে ছিলো। আমার চাচাতো ভাই। পড়া শেষ হবার আগেই আমি মুখ তুলি। শাকিল এতক্ষণ

আমার চোখের দিকে তাকিয়ে ছিলো। আমি মুখ তুলতেই ও চোখ ফিরিয়ে, ঘুরে দিপুর দিকে ফেরে, ‘তুই পড়েছিস মা?’
দিপু হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ে।
‘না পড়লে এতোটা কষ্ট হতো না রে মা।’
দিপু তখনো কাঁদছে। কান্নার ঝোঁকটা বেড়ে গেছে। শাকিল কাছে যেতেই, বাবাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে দিপু। আমার তখন ফেরানো দরকার, কাকে তা বলতে পারবো না। আমি জানি না, দিপুকে অথবা শাকিলকে, হয়তো বা নিজেকে। বলি, ‘এমন কী হয়েছে?’
‘না, তেমন কিছু নয়। দিপাবাবুর বুকটা নরম তো। তাই লেগেছে।’
দিপু তখনও শাকিলকে জড়িয়ে ধরে। আমার মনে হতে থাকলো, কোন বুকের কথা বলছে শাকিল। শাকিল কি জানে, কতটুকু জানে দিপুর বুকের নরম। তখন চোখ যায়, দিপুর বুক ওর বাবার বুকের সাথে লেগে আছে, চেপে আছে। চেপেই তো আছে। এই দেখা আমার মধ্যে প্রতিক্রিয়া করে।
আমি জানতাম এই চিঠি কার। আমারও সমর্থন ছিলো। কারণ, আমি বাপ বেটির দূরত্ব চেয়েছিলাম, আর তা যে কোন অর্থে। আমি দিপুর একজন প্রেমিক চেয়েছিলাম। অথচ, বোকা আমি, ঘটে যায় উল্টো। আর আমার মধ্যে এই মিলনের বিপক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এসে যায়। এবং ক্রমে ক্রমে প্রতিশোধের রূপ ধরতে থাকে।

দিপু আর ওর বাবা নেই। রংপুরে ওর ছোট খালাম্মার বাড়ী গেছে। আমি যাইনি। দিপুর মন ভালো নেই চিঠিটার পর থেকে। ক্লাস বন্ধ দিয়ে দিপুকে ওর ছোট খালার বাড়ীতে নিয়ে গেছে শাকিল। যে আছে সে সমসের, আমার চাচাতো ভাই। গত দু’দিন শাকিল নেই, ওর জায়গাটা ধরে আছে সমসের।
সমসের অনেক বেশী স্থূল, মোটা মেধার। জন্তুর স্বভাব নিয়ে একজন পুরুষ। বড় বেশী শরীরের কাঙ্গাল। ছোটবেলা থেকেই আমার শরীর বয়সের চেয়ে বাড়ন্ত। ওর চোখ বরাবরই। পেরে ওঠেনি, কোন সুযোগ দেইনি। কিছু কিছু পুরুষ থাকে, মেয়েদের জন্য ওদের কোন শ্রদ্ধা থাকে না। সমসের ওই প্রজাতির। এখন সুযোগ দিচ্ছি বলে পুরোপুরি নিচ্ছে। কেমন নেশাখোরের মতো করতে থাকে। ওই সময় ওকে দেখলে, অর্থ সাদৃশ্য ছাড়াই, বাস্টার্ড বাস্টার্ড মনে হয়। যদিও বাস্টার্ড শব্দটার কোন আকার-গত বাস্তবতা আমার কাছে নেই। শাকিলকে কখনো এমন মনে হয় না। সমসেরের ব্যবহারে মনে হয় ওর নিজের স্বার্থ বুঝে নিচ্ছে।
সমসের যখন আমাকে নিয়ে ব্যস্ত আমি তখন শীতলতায় বিপন্ন। আমার মনে হচ্ছে, দিপুকে শাকিলের কাছ থেকে সরাতে পারিনি, কিন্তু যা চেয়েছি, সেটা হয়তো পেরেছি। আমি তো সরে গেছি। দূরত্বটা ব্যবধানের নয়, উপস্থিতির।

রচনাকাল : ১৯৮৫
পরিমার্জনা : ২০১৩